যায়যায়দিন

10 AUG 2008
৬ ৪

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালুর সরকারি উদ্যোগ

ঝরে পড়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা এবার কমবে

প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য শিশুর দৈহিক, মানসিক, সামাজিক, নৈতিক, মানবিক ও নান্দনিক বিকাশ সাধন করা এবং তাদের উন্নত জীবনের স্বপ্নে উদ্বুদ্ধ করা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৭ নম্বর অনুচ্ছেদে সব শিশুর জন্য অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা বাস্তবায়নের কথা বলা হয়েছে। এছাড়া ১৯৯০ সালে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়। এরপর ২০০২ সালে জাতিসংঘ-ঘোষিত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) অনুযায়ীও বাংলাদেশ শিক্ষা খাতে দুটি লক্ষ্য পূরণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যা প্রথমত ২০১৫ সালের মধ্যে সব শিশুর, বিশেষ করে মেয়ে শিশু, দুর্গত শিশু ও ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী পরিবারের শিশুদের জন্য সম্পূর্ণ বিনাখরচে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা। দ্বিতীয়ত জেন্ডার বৈষম্য দূর করা। কিন্তু এখনো এ দেশে অনেক শিশু প্রাথমিক শিক্ষার আওতাভুক্ত হয়নি, বাইরে থেকে গেছে এবং অনেকেই ঝরে পড়েছে।

দ্বিতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পরিকল্পনা-২০০৫ সমীক্ষার তথ্য অনুসারে বাংলাদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশুর সংখ্যা ১ কোটি ৭৩ লাখ ৫৫ হাজার ২৯৬। এর মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত শিশুর সংখ্যা ১ কোটি ৬২ লাখ ২৫ হাজার ৬৫৮। স্কুলবহির্ভূত শিশুর সংখ্যা ১০ লাখ ৮৯ হাজার ৬৩৮ এবং ঝরে পড়া শিশুর সংখ্যা ১৩ লাখ ৩৩ হাজার ১০৪। বলা যায়, বাংলাদেশে প্রায় ৩৫ লাখ শিশু এখনো প্রাথমিক শিক্ষার বাইরে রয়ে গেছে।

সম্প্রতি জানা গেছে, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থাপনা চালু করতে যাচ্ছে সরকার। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালুর ফ্রেমওয়ার্কের অনুমোদন গণশিক্ষা ও প্রাথমিক শিক্ষা মন্ত্রণালয় দিয়েছে। শিগগির প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু করবে। উদ্যোগটি অবশ্যই চমৎকার ও প্রশংসনীয়, সন্দেহ নেই।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু হলে শিক্ষার্থীদের স্কুলে যাওয়ার অভ্যাস, পড়াশোনা ও স্কুলের প্রতি আকর্ষণ বাড়বে। সাধারণত হুট করে ক্লাস ওয়ানে ভর্তি করানো হলে শিক্ষার্থীরা কিছুটা অস্বাভাবিক বোধ করে। প্রি-প্রাইমারি বা প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমে শিশুদের ক্লাস ওয়ানে পড়াশোনার প্রস্তুতি দেয়া হবে। নতুবা শিশুরা হুট করে ক্লাস ওয়ানে ভর্তি হয়েই পড়াশোনা করবে না। এটি চালু করা হলে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তির আগেই শিক্ষার্থীদের মাঝে স্কুলে যাতায়াতের অভ্যাস গড়ে উঠবে। তারা পড়াশোনা শেখার পাশাপাশি স্কুলের বিভিন্ন নিয়ম-কানুন ও স্কুলে সবার সঙ্গে কীভাবে আচার-আচরণ করতে হয় তা জানতে ও শিখতে পারবে। ফলে স্কুলগামী ছেলেমেয়ের সংখ্যা বাড়বে এবং স্কুলভীতি দূরীভূত হওয়ায় ঝরে পড়া শিক্ষার্থীর সংখ্যাও অনেক কমবে।

বর্তমানে দেশের ২৬ হাজার বিদ্যালয়ে শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। এসব প্রতিষ্ঠানের বেশির ভাগই হয় এনজিও কর্তৃক পরিচালিত, নয়তো স্থানীয় উদ্যোগে গড়ে তোলা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। এ রকম পরিস্থিতিতে সরকারি এ সিদ্ধান্ত অবশ্যই ইতিবাচক।

এ দেশের অধিকাংশ বিদ্যালয়ে দেখা যায়, ছাত্রছাত্রীর উপচেপড়া ভিড়, শিক্ষক স্বল্পতা, শিক্ষার মান খারাপ- এ রকমই চিত্র। বাংলাদেশে অনেক ভালো উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়ে থাকে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেগুলোর বাস্তবায়ন দেখা যায় না, উদ্যোগটি মাঝপথে ভেস্তে যায়। এ ক্ষেত্রে অন্তত এরকমটি ঘটবে না বলে আমরা আশা করি। সে জন্য অবশ্য সরকার ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকে কাজ করতে হবে।

প্রাথমিকভাবে দেশের যেসব বেসরকারি স্কুলে প্রি-প্রাইমারি চালু আছে সেগুলোর কারিকুলাম, শিখন পদ্ধতি, শিক্ষকদের ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা সরকারি উদ্যোগে করা দরকার। এর পরে দেশের সব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এ কার্যক্রম চালুর কথা ভাবা যেতে পারে। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার কারিকুলাম তৈরির জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এবং জাতীয় পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের এখনই একযোগে কাজ শুরু করা উচিত।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা চালুর পাশাপাশি তা সফল করার জন্যও বাস্তবমুখী পদক্ষেপ সরকারের গ্রহণ করা প্রয়োজন।